বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন
Bangladesh NGO Foundation

বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমী ভবন (৫ম তলা)
৫৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮০২৩০, ৯৮৮৮১১৬, ৯৮৮৩১৩৯, ফ্যাক্স: ৮৮-০২- ৮৮৩৭১৪৯
E-mail: bnf@bdmail.net, http//www.ngofoundation.org.bd

বাংলাদেশ সরকারের ২ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে জারীকৃত রিজুলিউশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তিতে ৪ আগষ্ট ২০০৫ তারিখে ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের আওতায় রেজিষ্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানী এন্ড ফার্মস কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। নিবন্ধিত হওয়ার পর থেকেই একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অধীনে মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন এবং আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এটি একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান এবং এর মূল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের সাথে যেসব এনজিও জড়িত এবং সমাজের হতদরিদ্রদের নিয়ে যারা কাজ করছে তাদের অনুদান প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন। সহযোগী এনজিওদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার জন্য ফাউন্ডেশন আর্থিক অনুদান এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে।

★ পরিচালনা ঃ

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পরিষদ এবং ১১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। নিয়মানুযায়ী প্রতিবছর অন্তত:পক্ষে একটি বার্ষিক সাধারণ সভা এবং পরিচালনা পরিষদের ন্যূনতম চারটি সভা অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে। গত ২০ আগষ্ট ২০০৮ তারিখে ফাউন্ডেশনের তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা সহ ৩টি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

★ তহবিল গঠন ঃ

২০০৫ সাল থেকে ২০০৯ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সরকার আয় বিধায়ক তহবিল হিসেবে মোট ১৪৭ কোটি টাকা প্রদান করেছে। তন্মধ্যে ১.৭০ কোটি টাকা প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহের পর মোট ১৪৫.৩০ কোটি টাকা ফাউন্ডেশনের আয় বিধায়ক তহবিল হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়েছে। সরকারী অনুদানের অর্থ আয় বিধায়ক তহবিল বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের ২৫% প্রতিবছর আয় বিধায়ক তহবিলে জমা হয়। অবশিষ্ট ৭৫% টাকার ৮০% অনুদান প্রদান এবং সহযোগী এনজিওদের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে ব্যয় করা হয় এবং অবশিষ্ট ২০% অফিস পরিচালনা ও প্রশাসনিক কাজে ব্যয় করা হয়। বর্তমানে ফাউন্ডেশনের মোট মূলধন ১৬৬.৫০ কোটি টাকা।

★ অনুদান প্রদানে অনুসরণীয় পদক্ষেপ সমূহ ঃ

এনজিওদের অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন নিরপেক্ষতা বজায় রাখে এবং অনুদান প্রদানের নীতিমালা অনুসরণ করে। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এনজিওদের নিকট হতে দরখাস্ত আহবান করা হয়। পরিচালনা পরিষদের ৫ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত উপ-কমিটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে এনজিও বাছাই ও নির্বাচন করে।

নিম্ন বর্ণিত কারণে অনুদানের আবেদনপত্র বাতিল যোগ্য বিবেচিত হয় ঃ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক জারীকৃত ফরমে আবেদন করা না হলে কিংবা আবেদন পত্রের সাথে উক্ত ফরম সংযুক্ত না করলে।
সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত না হলে, অন্তত: ২ বছর পূর্বে নিবন্ধিত না হয়ে থাকলে।
এনজিওর নিজস্ব বাজেট না থাকলে।
স্বীকৃত ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নিরীক্ষণ ফার্ম কর্তৃক কমপক্ষে ২(দুই) বৎসরের নিরীক্ষা না করা হয়ে থাকলে এবং সর্বশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংযুক্ত না করা হ'লে।
এনজিওর সভাপতি/চেয়ারম্যান বা প্রধান নির্বাহী কোন রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা (Office Bearer) হলে।
রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত না করা হ'লে।
ব্যাংক বিবরণীর (ন্যূনতম ছয় মাসের লেনদেনের) সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত না করা হ'লে।
হিসাব পরিচালনাকারীদের নামসহ ব্যাংকের ম্যানেজার কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত না হ'লে বা প্রত্যয়ন পত্র সংযুক্ত না করা হ'লে।
প্রধান নির্বাহীর দু'কপি ছবি সংযুক্ত না করা হ'লে।
প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা (৩ বছরের) সংযুক্ত না করা হ'লে।
ফাউন্ডেশন হতে অনুদানপ্রাপ্ত এনজিওর প্রধান নির্বাহীর স্বামী বা স্ত্রী অন্য কোন এনজিও-র প্রধান বা সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকলে।
১৫০(একশত পঞ্চাশ) টাকা মূল্যের ননজুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা নোটারী পাবলিকের নিকট হতে সম্পাদনকৃত হলপনামা আবেদন পত্রে সংযুক্ত না করা হ'লে।
আবেদন ফরমে আবেদনকারীর স্বাক্ষর না থাকলে।
আবেদন পত্র অসম্পূর্ণ হ'লে।

উপযুক্ত এনজিওগুলোর মধ্য হতে নির্বাচনের জন্য নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয় ঃ

কর্মক্ষেত্র অনগ্রসর এলাকায় হ'লে।
উপজাতীয়/আদিবাসীদের জন্য কর্মকান্ড পরিচালিত হ'লে।
মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত কর্মকান্ড থাকলে।
কর্মসূচির লক্ষ্যবদ্ধ দল অতি-দরিদ্র জনগোষ্ঠী হ'লে।
জনস্বাস্থ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে এমন দুর্বিপাক নিরসন যেমন আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ ইত্যাদি কর্মসূচি থাকলে।
যে সমস্ত জেলায় অনুদান প্রাপ্ত এনজিওর সংখ্যা ৫ এর নীচে।
প্রাকৃতিক দুর্যোগ আক্রান্ত জেলা ও উপজেলা।

পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাছাই কমিটির মাধ্যমে নির্বাচিত এনজিওদের অনুদান প্রদান করা হবে।

অনুদানের অর্থ লক্ষ্যবদ্ধ কর্মসূচি এবং তার কার্যকারিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রদান করা হবে। প্রদত্ত অর্থের ব্যবহার ও উপযোগিতা যাচাই করার জন্য কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হবে।

শিক্ষা ছাড়া উপায় নাই

প্রয়োজনবোধে পি.কে.এস.এফ/এফ.এন.বি/এনজিও নেটওয়ার্ক বা অন্য কোন সরকারী সংস্থার মাধ্যমে কোন বিশেষ এনজিও সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

★ বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি সমূহ ঃ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ঋণ ব্যতীত বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে এ পর্যন্ত ২০ কোটি টাকা ৯২৯টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে বিতরণ করেছে। তন্মধ্যে এপ্রিল ২০০৯ পর্যন্ত ৫২৪টি সহযোগী এনজিওকে ২য় কিস্তি, ৮৫টি সহযোগী এনজিওকে ৩য় কিস্তি এবং ৬টি সহযোগী এনজিওকে ৪র্থ কিস্তি প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নীতিমালা অনুযায়ী অনুদানপ্রাপ্ত এনজিওরা যতক্ষণ তাদের কর্মপরিকল্পনা এবং ফাউন্ডেশনের নির্দেশাবলী অনুযায়ী কাজ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী কিস্তির অনুদান পাবে। অনুদানপ্রাপ্ত সহযোগী এনজিও ফাউন্ডেশনের নির্দেশাবলী অনুসরণে ব্যর্থ হলে সহযোগী সংস্থার তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয় এবং ভবিষ্যতে কোন অনুদান বা সহযোগিতা প্রদান করা হবেনা।

সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম ঃ

- কৃষি উন্নয়ন;
- নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধি;
- শিশুদেরকে বিদ্যালয়মুখীকরণে উদ্বুদ্ধকরণ: প্রাক-প্রাথমিক/ঝরে পড়া রোধ;
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি;
- উন্নতমানের বীজ ও চারা বিতরণ, শাক-সবজি উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ;
- পরিবেশ দূষণরোধে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি;
- হাঁস-মুরগি, মৎস্য চাষ, ছাগল প্রতিপালন প্রশিক্ষণ ও বিনামূল্যে বিতরণ;
- সুপেয় পানির ব্যবস্থাকরণ;
- মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচি;
- প্রতিবন্ধীদের কারিগরী প্রশিক্ষণ ও সহায়ক উপকরণ বিতরণ;

- # উপজাতিদের উন্নয়ন এবং আদিবাসী ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়মুখীকরণ;
- # দুঃস্থ নারী-পুরুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং ঔষধ প্রদান কর্মসূচি;
- # সমন্বিত ধান ও মৎস্য চাষ;
- # শ্রমজীবী শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ;
- # বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রথা নিরসনে গৃহীত কর্মসূচি;
- # মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং ভূমি অধিকারে আইনী সহায়তা প্রদান;
- # নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ কর্মসূচি;
- # এইচআইভি/এইডস্ এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্কীকরণ কর্মসূচি;
- # হাসপাতাল ও বাড়ীর বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা;
- # সামর্থ্য উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;
- # নিরাপদ সড়ক শিক্ষা কর্মসূচি;
- # পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাদ্য নিরাপদে সংরক্ষণ;
- # সারা বছর ধরে ব্যবহারের জন্য মৌসুমী ফল সংরক্ষণ কার্যক্রম;
- # উদ্বুদ্ধকরণ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মাদকাসক্তি হ্রাস;

উপর্যুক্ত কার্যক্রম ছাড়া নিম্নোক্ত বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে ঃ

- # সিডরে বিধ্বস্ত পরিবারগুলিকে জীবিকায়নে সহায়তা;
- # বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলার দোনা গ্রামে সিডরে বিধ্বস্ত লোকদের বাসস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করা।

★ এনজিও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম ঃ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থার সাথে স্বচ্ছতা, পারস্পারিক আস্থা এবং বাস্তবতার নীতির উপর ভিত্তি করে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ান্তে সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা হয়। সৎ ও নিষ্ঠাবান অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের একটি প্যানেল এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত। এসব কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করেন এবং তাঁদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করেন যার ভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পরিবীক্ষণকালে এ পর্যন্ত অনুদানপ্রাপ্ত কোন এনজিও ভূঁয়া বা অস্তিত্বহীন পাওয়া যায়নি। পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের মান যাচাই করা হয় এবং পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া সহযোগী সংস্থার হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ৮টি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত করা হয়েছে।

★ কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ ঃ

ইতোমধ্যে ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সহযোগী সংস্থার নির্বাহীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে অত্র ফাউন্ডেশন সংগঠন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং সহযোগী সংস্থার যারা হিসাবরক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের জন্য হিসাবরক্ষণ বা তহবিল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অন্য আরেকটি প্রশিক্ষণ কোর্স একই সাথে চালু করেছে।

সাধারণত কর্মশালার মাধ্যমে ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থার সঙ্গে শিখন বা অভিজ্ঞতা বিনিময় করে। এতে চলমান কার্যক্রমের পর্যালোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও তার ভিত্তিতে প্রণীত সুপারিশের আলোকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

* সাফল্য ঃ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ঐকান্তিক ইচ্ছা জনগণের জন্য কাজ করা। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন জাতীয় পর্যায় থেকে সমগ্র দেশব্যাপী তাদের প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত না করে তৃণমূল পর্যায়ের সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কাজ করার নীতি অবলম্বন করে। সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন অনুদান প্রদান করে থাকে। অনুদানপ্রাপ্ত এনজিওদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ক যে সব ষান্মাষিক প্রতিবেদন পাওয়া গেছে, তাতে স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হয়েছে যে, বেশ কিছু এনজিও অত্যন্ত সফলভাবে তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা আশাকরি তাদের এই কার্যক্রমে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকবে। কিছু কিছু এনজিও প্রাথমিক পর্যায়ে ভাল কাজ করেনা কিন্তু সময় উপযোগী সহায়তা ও সহযোগিতা নিঃসন্দেহে তাদেরকে কার্যক্রম বাস্তবায়নে ফলপ্রসূ করবে। ফাউন্ডেশন তাদের জন্য সুন্দর আগামীর স্বপ্ন দেখে। দৃঢ় একাগ্রতা এবং উদ্দেশ্যের স্থায়ীত্বতার মাধ্যমে তারা যেন তাদের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারে এ লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করে।

১৯টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ে টেলিসেন্টার বা গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিটিএনের কারিগরী সহায়তায় এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর আর্থিক অনুদানে নিকট ভবিষ্যতে টেলিসেন্টার চালু করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।